সম্মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

আপনার অনুমতি নিয়ে, ২০১৭-১৮ আর্থিক বছরের জন্য, আমি নিম্নলিখিত দাবিসমূহ ক্রমান্বয়ে পেশ করার আবেদন জানাচ্ছি:

মাননীয় রাজ্যপালের সুপারিশ ক্রমে, আমি – ৩১ নম্বর দাবির অধীনে সামগ্রিক ২০১,৫৩,৫৭,০০০/- টাকা (দুই'শত এক কোটি তিপ্পান্ন লক্ষ সাতান্ন হাজার টাকা), মুখ্য খাত: "২২৫১-সচিবালয়-সামাজিক পরিষেবা-০০-০৯০ ও ০৯২", "৭৮৯-তফশিলি সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ সাংগঠনিক পরিকল্পনা" -র খরচার নিরিখে মাত্র ১৮১,০৩,৫৭,০০০/-টাকা (একশ একাশি কোটি তিন লক্ষ সাতান্ন হাজার টাকা), মুখ্য খাত: "৪০৭০-ঝুঁকিপূর্ণ প্রয়াসে মূলধনী বিনিয়োগ"-এর জন্য মাত্র ২,০০,০০,০০০/-টাকা (দুই কোটি টাকা), মুখ্য খাত: "৪৮৫৯-সরকারি ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য অধিগৃহীত সংস্থায় বিনিয়োগ"-এর জন্য মাত্র ১৮,৫০,০০,০০০/- টাকা (আঠারো কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা) বরাদ্দ করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দূরদর্শী নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সমাজের প্রতিটি অংশে, এমনকি রাজ্যের প্রান্তিক এবং দূরবর্তী স্থানগুলিতেও তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর অর্থনীতি, পরিকাঠামো এবং সুনিয়ন্ত্রিত শাসনব্যবস্থার সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার কাজ বাস্তবায়িত করতে সফল হয়েছে। শুধুমাত্র তথ্য-প্রযুক্তি এবং বৈদ্যুতিন সংস্থার পরিমানগত বৃদ্ধি, সুষ্ঠু পরিচালন সংক্রান্ত ভারসাম্য সৃষ্টি করা এবং লগ্নী বিনিয়োগ আহ্বান করাই রাজ্য সরকারের উদ্দেশ্য নয়, বরং রাজ্য জুড়ে তথ্য-প্রযুক্তির পরিষেবা সাধারণ নাগরিকের নাগালের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য – তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি (আই-সি-টি)-কে একটি সক্রিয় মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করাও আমাদের সরকারের অন্যতম লক্ষ্য।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য-প্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন বিভাগের তথ্য-প্রযুক্তি সংক্রান্ত সক্রিয়তা সফল করতে রাজ্যের টায়ার-২ এবং টায়ার-৩ অঞ্চলগুলিতে সরকার তার কাজ প্রসারিত করেছে। এই প্রেক্ষিতে বর্তমানে সব মিলিয়ে মোট ১৮ (আঠারো)-টি পরিকল্পিত পার্কের মধ্যে দুর্গাপুর (২য় পর্ব), শিলিগুড়ি (২য় পর্ব), খড়গপুর, আসানসোল, বোলপুর, হলদিয়া, হাওড়া, কল্যাণী, রাজারহাট, বড়জোড়া, পুরুলিয়া – ১১ (এগারোটি)-টি তথ্য-প্রযুক্তি পার্ক, কর্ম-সংস্থানের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। বাকি তথ্য-প্রযুক্তি পার্কগুলির মধ্যে - তারাতলা, বানতলা, কৃষ্ণনগর, মালদা, কুচবিহার, বেলুড়, শিলিগুড়ি (৩য় পর্ব)- প্রভৃতির নির্মাণ কাজের অগ্রগতি বিভিন্ন স্তরে রয়েছে। এই সমস্ত তথ্য-প্রযুক্তি পার্ক আঞ্চলিক তথ্য-প্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন সংস্থাগুলির উন্নতি ঘটানো ছাড়াও, নতুন-উদ্যোগ এবং দক্ষতা বিকাশের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের তথ্য-প্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন বিভাগের প্রচেষ্টাকে সহায়তা প্রদান করবে। তথ্য-প্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন সংস্থাগুলির প্রয়োজনীয় সমস্ত সাধারণ সুযোগ-সুবিধার জন্য এই সমস্ত তথ্য-প্রযুক্তি পার্কগুলিতে অবিচ্ছিন্ন তথা উন্নত মানের বিদ্যুৎ সরবরাহ থাকছে। সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে যাওয়ার পর, তথ্য-প্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন সক্রিয়তা বৃদ্ধির মাধ্যমে শহরাঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটানোর উদ্দেশ্যে – ঐ বিশেষ বিশেষ এলাকায় তথ্য-প্রযুক্তি সাক্ষরতা বৃদ্ধি, এক লক্ষেরও বেশি মানুষের চাকরির সুযোগ এবং সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দিতে এই তথ্য-প্রযুক্তি পার্কগুলি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

রাজ্যের স্থানীয় বৈদ্যুতিন গঠন নকশা এবং উৎপাদন (ই-এস-ডি-এম) শিল্পগুলির ভারসাম্য প্রদান করার উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই সোনারপুরে ১১ (এগারো) একর জমির ওপর একটি হার্ডওয়্যার পার্ক নির্মাণ করেছে, যেখানে হার্ডওয়্যার শিল্পে

জমি বন্টনের জন্য বর্তমানে প্লটগুলি প্রস্তুত। অন্যদিকে কল্যাণীতে আর একটি হার্ডওয়্যার পার্ক নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে – যার জন্য তথ্য-প্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন বিভাগের হাতে জমি রয়েছে – যেটির ডি-পি-আর-এর প্রস্তুতি অগ্রগতির পর্যায়ে রয়েছে।

ভারত সরকারের হার্ডওয়্যার কর্মসূচি ও সংশ্রয়ের পথে, নৈহাটি ও ফলতায় দুটি গ্রীনফিল্ড ইলেকট্রনিক ম্যানুফ্যাকচারিং ক্লাস্টার স্থাপনের কাজের অগ্রগতি ঘটছে। নৈহাটিতে ৭০ একর এবং ফলতায় ৫৮ একর জমির ওপর ইলেকট্রনিক ম্যানুফ্যাকচারিং ক্লাস্টার (ই-এম-সি)-এর জন্য কেন্দ্র সরকারের চূড়ান্ত অনুমোদন ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের হস্তগত হয়েছে, “ইঞ্জিনিয়ারিং কনসালটেন্ট” নিয়োগ করা হয়েছে এবং বিকাশের কাজ অগ্রগতির পথে। ২০১৭-১৮ বর্ষের মধ্যে বাস্তু নির্মাণের কাজ সমেত অধিকাংশ পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

যেহেতু স্থানীয় উদ্যোগগুলি তথ্য-প্রযুক্তি অর্থনীতির বৃদ্ধি ও বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে, সেহেতু রাজ্য সরকার রাজ্যের তথ্য-প্রযুক্তি শিল্পের বিকাশ এবং জীবিকা উৎপাদন বৃদ্ধির চালিকা শক্তি হিসেবে স্টার্ট-আপ উদ্যোগগুলিকে চিহ্নিত করেছে। রাজ্য সরকার, ন্যাসকম (NASSCOM)-এর “ন্যাসকম ১০০০ স্টার্ট-আপ ওয়্যার হাউস” নামের একটি নতুন উদ্যোগকে সহায়তা প্রদান করছে। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য এবং কাজ হল – পছন্দসই বিকল্প পেশা হিসেবে নতুন প্রযুক্তিগত উদ্যোগের ব্যাপারে বিপুল সচেতনতা বৃদ্ধি, নতুন উদ্যোগ নির্মাণের সক্ষমতা, বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে সংযোগস্থাপনের জন্য সক্রিয় অনলাইন কমিউনিটি নির্মাণ, উন্নত স্টার্ট-আপের জন্য অর্থ-যোগানের ব্যবস্থা করা; ইত্যাদি। ওয়্যারহাউসগুলি তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর বাণিজ্যিক সংস্থাগুলিকে অন্যান্য বাণিজ্যিক সংস্থার সঙ্গে কাজ করার উপযুক্ত এবং অনুকূল

পরিবেশের যোগান , প্লাগ এবং প্লে পরিষেবা, পরামর্শ দাতার সুবিধালাভ, কর্মশালা- প্রভৃতি সুবিধা গুলি প্রদান করে। এছাড়াও ইনকিউবেশনের ক্ষেত্রে সক্রিয় সহযোগিতা এবং তার সঠিক মঞ্চ প্রদান করার জন্য এবং তথ্য প্রযুক্তি স্টার্ট আপ সংস্থাগুলির বিনিয়োগের জন্য সেরা নব-উদ্যোগ বিনিয়োগকারী গোষ্ঠীর সঙ্গে অংশীদারিত্ব তৈরি করার জন্য রাজ্য সরকার একটি পোর্টালকে ব্যবহার করে বৃহৎ তথ্য-প্রযুক্তি স্টার্ট আপের পরিকল্পনা করছে।

তথ্য-প্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন বিভাগের (২০১৪-২০১৫ সালের) শেষ সমীক্ষার প্রতিবেদন অনুযায়ী, রাজ্যে ৮৯২-টি তথ্য-প্রযুক্তি সংস্থায় ১,৪৭,০০০-জন পেশাদারী মানুষ সরাসরি নিযুক্ত আছেন। সঙ্গে লক্ষ্য করা গেছে যে জেলাগুলির টায়ার- ২ এবং টায়ার-৩ শহরগুলিতে প্রায় ৩০০-টি কোম্পানি কাজ করে। এই তথ্যই প্রমাণ করে – রাজ্য জুড়ে তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর অর্থনীতির লাভজনক জায়গাটি সরকার দেখতে শুরু করেছে। ন্যাসকম (NASSCOM)-এর হিসেব অনুযায়ী, তথ্য-প্রযুক্তি ক্ষেত্রের চিত্তাকর্ষক বৃদ্ধি ঘটেছে বাৎসরিক ১৬% হারে এবং একই সঙ্গে এই শিল্পে জীবিকা-প্রাপ্তি বৃদ্ধির হারও বাৎসরিক ৮%।

২০১৫-১৬-বর্ষে রাজ্যে তথ্য-প্রযুক্তি সফটওয়্যার এবং পরিষেবা রপ্তানির পরিমান ১৫ ,০০০ কোটি টাকা স্পর্শ করেছে। টি-সি-এস, কগনিজেন্ট, উইপ্রো, আই-বি-এম, টেক মাহিন্দ্রা, অ্যাকসেনচার, ক্যাপজেমিনি, এইচ-সি-এল, এরিকসন এবং ব্রিটিশ টেলিকম ইত্যাদি – এমন কতকগুলি রপ্তানিমুখী সংস্থা এখানে রয়েছে যারা রাজ্যের রপ্তানীজাত আয়ে অবদান রাখে। বৃহৎ সংস্থাগুলি প্রত্যেকেই তাদের নিজ-নিজ সক্রিয়তা বৃদ্ধি করছে – যা রাজ্যের ভবিষ্যতের নিয়োগ এবং তথ্য-প্রযুক্তি সংক্রান্ত আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান করবে।

ন্যাসকম (NASSCOM)-এর হিসেব অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গে তথ্য-প্রযুক্তি শিল্পে জীবিকা-প্রাপ্তির বৃদ্ধির হার বাৎসরিক ৮%। এই বৃদ্ধির হার অনুযায়ী তথ্য-প্রযুক্তি এবং তথ্য-প্রযুক্তি বৈদ্যুতিন সংস্থায় অদূর ভবিষ্যতে প্রায় ৬৯,০০০ দক্ষ পেশাদারের প্রয়োজন পড়বে। চাহিদা এবং যোগানের মধ্যে ব্যবধান পূরণের জন্য রাজ্য সরকার তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর দক্ষতা বিকাশ কর্মসূচি বাস্তবায়িত করার উদ্যোগ নিয়েছে এবং সেই সঙ্গে রয়েছে দক্ষতা এবং জ্ঞান বিকাশ পোর্টাল যা ছাত্রাবস্থা থেকে জীবিকা অর্জন এবং জীবিকা নির্বাহের সময়েও দক্ষতা নির্ধারণ এবং উন্নতিতে সহায়তা করবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য-প্রযুক্তি এবং বৈদ্যুতিন বিভাগ পরিকাঠামো এবং মেধার বিকাশের দিকে বিশেষ নজর প্রদানের মধ্যে দিয়ে তথ্য-প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বেশ কিছু নির্দিষ্ট বিভাগ যেমন সাইবার-নিরাপত্তা এবং উপাত্ত বিজ্ঞান (ডেটা সায়েন্স) অনুশীলনের ভার নিয়েছে। এই বিভাগে প্রাথমিক পর্যায় থেকেই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আগ্রহ এবং সচেনতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাইবার-নিরাপত্তা এবং উপাত্ত বিজ্ঞানের ওপর বুনিয়াদি পাঠক্রম চালু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

সরকার যে সমস্ত সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমস্যা ভোগ করে সেই সমস্ত সমস্যাগুলিকে নির্দিষ্ট করা এবং সেগুলির বাস্তবিক তথা মান্যতা-নির্ভর সমাধানের লক্ষ্যে – শিল্প ও শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক দক্ষ কর্মীর দ্বারা বানিজ্যিকভাবে উপযুক্ত প্রযুক্তি এবং সহযোগিতা ব্যবহার করে, রাজ্য সরকার একটি সাইবার সিকুরিটি সেন্টার ফর এক্সেলেন্স গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই উদ্যোগ, সাধারণ তথ্য-প্রযুক্তির ছাত্র ও পেশাদার কর্মীর মধ্যে থেকে – সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক বিশেষ পেশাদারী মেধার বিকাশ এবং সাইবার নিরাপত্তার পরিকাঠামো নির্মাণে সহায়তা করবে।

সদ্যজাত এবং চাহিদাসম্পন্ন উপাত্ত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে - গণিত , পরিসংখ্যান, কম্পিউটার বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও বানিজ্যের ক্ষেত্রের সঙ্গে সম্মিলিত করে রাজ্যের মেধাকে সজ্জিত করার জন্য রাজ্য সরকার একটি জাতীয় স্তরের উপাত্ত বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হল –সঠিকভাবে নিবদ্ধ এবং শিল্প-মুখী উপাত্ত বিজ্ঞানের পাঠক্রম ও কর্মসূচি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

রাজ্য সরকার জাতীয় স্তরে একটি হ্যাকাথন প্লাটফর্ম রূপায়ণের প্রকল্পও গ্রহণ করেছে যা "বেঙ্গালাথন" নামে প্রস্তাবিত হয়েছে। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য - একটি সহযোগী কাঠামোর মধ্যে, বিভিন্ন সামাজিক ও সরকারি বৃত্তে সমস্যার উদ্ভাবনমূলক সমাধানে - ক্রাউড-সোর্সিং, রাজ্যস্তরে মেধার স্বীকৃতি এবং যথাযোগ্য পুরস্কার প্রদান।

আমাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাজ্য জুড়ে সাধারণ নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবনে উন্নতি ও বিকাশের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আই-সি-টি) ভিত্তিক সরকারি ব্যবস্থা ও পরিষেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে, সরকার নিরবচ্ছিন্নভাবে মূল স্তরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির পরিকাঠামো সুদৃঢ় করেছে এবং ইলেক্ট্রনিক সার্ভিস ডেলিভারি প্ল্যাটফর্ম বাস্তবায়নের কাজ সম্পন্ন করছে। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারের সমস্ত বিভাগের সরকারি ইনফরমেশন-গেটওয়ে হিসেবে, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী ২০১৬ সালের ৫ই অগাস্ট রাজ্য পোর্টাল "ই-বাংলা" চালু করেছেন।

একটি অনলাইন এক জানালা ব্যবস্থা (OSWiCS) ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে চালু করেছে রাজ্য সরকার। এতে রয়েছে

১১টি অনলাইন পরিষেবা এবং ডিরেকটরেট অফ ইন্ডাস্ট্রিজ-এর থেকে ইনসেন্টিভের জন্য রেজিস্ট্রেশন-সংক্রান্ত ৫টি পরিষেবা। ইজ় অফ ডুইং বিজ়নেজ ওরফে ই-ও-ডি-বি উদ্যোগের অধীনে, বিভিন্ন বিভাগের ৪০ টি বিনিয়োগ সংক্রান্ত পরিষেবার জন্য, এক জানালা ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি সিঙ্গল সাইন-অন বা এস-এস-ও নির্ভর অ্যাকসেস-এ পৌঁছান সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও রাজ্য সরকার, রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগের ৭৫+ বিনিয়োগ সংক্রান্ত পরিষেবাকে একটি নতুন পুনর্গঠিত অনলাইন সিঙ্গল উইনডো পোর্টালের অধীনে নিয়ে আসার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এছাড়াও আরো অতিরিক্ত ৭০+ নিজস্বভাবে বর্তমান অনলাইন পরিষেবার মাধ্যমে ‘ব্যবসার পরিসর’ প্রসস্ত হবে বলে আশা করা যায়। এই পরিষেবার মধ্য দিয়ে, ব্যবসায় প্রতিষ্টা করতে ইচ্ছুক কোনো বিনিয়োগকারী ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদির মাধ্যমে আবেদনের সঙ্গে সকল ধরণের অনুমতির কারণে দেয় প্রয়োজনীয় ‘ফি’ একত্রিতভাবে জমা করতে পারবেন। তৎসহ, এই পরিষেবার অভ্যন্তরে অনুমতিপত্র অথবা প্রয়োজনীয় ‘অনাপত্তির’ শংসাপত্রও সহজে পেতে পারবেন এবং ‘ডাউনলোড’ করে নিতে পারবেন।

ই-পেমেন্ট ও এস-এম-এস-ভিত্তিক অবস্থান অনুসন্ধানের সুবিধা রয়েছে এমন একটি ওয়ার্ক-ফ্লো অটোমেশন এবং এন্ড-টু-এন্ড সার্ভিস পরিষেবা সহ ৪০-টিরও বেশি অনলাইন কার্যকরী পরিষেবা ‘পশ্চিমবঙ্গ ই-জেলা পোর্টাল’-এর মাধ্যমে সমস্ত জেলায় বর্তমান। বর্তমানে এই পোর্টালের অবস্থা: এখানে ইন্টারনেটের স্ব-পরিষেবার বিভিন্ন রীতি, সাধারণ পরিষেবা কেন্দ্র এবং রাজ্য জুড়ে নাগরিক কিয়স্কে ই-জেলা পোর্টালের মাধ্যমে প্রায় ৪.৪৯ লক্ষ অনলাইন পরিষেবার লেনদেন ঘটে। রাজ্যর সব অংশেই যে বৈদ্যুতিন রীতিতে সরকারী পরিষেবার প্রসার বাড়ছে এই পরিসংখ্যান তারই ইঙ্গিত। আরও ১৪০-টিরও বেশি পরিষেবা ইতিমধ্যেই চিহ্নিত করা হয়েছে

এবং ২০১৭-১৮ সালের মধ্যে সেগুলি ই-জেলার অন্তর্গত হওয়ার অবস্থায় রয়েছে। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য - সমাজের সমস্ত স্তরের এবং নাগরিকদের জন্য সুবিধাজনক, স্বচ্ছ, সাশ্রয়ী এবং সময়ভিত্তিক সেবা পৌঁছে দেওয়া।

আমি আনন্দের সঙ্গে এই মহান কক্ষকে জানাচ্ছি যে রাজ্য সরকার কর্তৃক সামগ্রিকভাবে পরিচালিত এবং নিরাপদ সার্ভার ফার্ম পরিকাঠামো এখন "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য তথ্য কেন্দ্র" [West Bengal State Data Centre (SDC)] সাফল্যের সঙ্গে পোর্টাল ও ওয়েবসাইটগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণ করেছে। বর্তমান সার্ভারের ব্যবহার-মাত্রা ৯৯%। ই-গভর্ন্যান্সের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের বিদ্যমান উদ্যোগের বিস্তার এবং নতুন উদ্যোগ গ্রহণের জন্য অতিরিক্ত স্থানের চাহিদা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। উন্মুক্ত আর-এফ-পি-র মাধ্যমে সিস্টেম ইন্টিগ্রেটরের নির্বাচনের প্রক্রিয়া বর্তমানে অগ্রবর্তী স্তরে। সরকার সেই সঙ্গে, ডব্লিউ-বি-এস-ডি-সি-তে - সাইবার আক্রমণের ক্রমবর্ধমান হুমকির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য, রাজ্য সরকারের ডিজিটাল উপাত্ত এবং তথ্য সম্পদের নিরাপত্তার কারণে একটি সিক্যুরিটি ইনফরমেশন অ্যান্ড ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট (এস-আই-ই-এম)-এর নানান বিষয় বাস্তবায়িতও করেছে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ওয়াইড এরিয়া নেটওয়র্ক (ওয়েবসোয়ান/WBSWAN) বর্তমানে আনুভূমিকভাবে ১৩০০-টিরও বেশি সরকারি কার্যালয়ের মধ্যে সংযুক্ত। অতিরিক্ত উচ্চ-গতি সম্পন্ন নেটওয়ার্কে পরিণত করার জন্য, রাজ্য সদর-দপ্তর ও জেলা সদর-দপ্তরের মধ্যে ওয়েবসোয়ান লিঙ্ক সংযুক্ত করা হয়েছে। আরও ভালো নেটওয়ার্ক কর্মক্ষমতা এবং ব্যান্ডউইথ প্রসারের উদ্দেশ্যে মহকুমা স্তর পর্যন্ত লিংককে তামার তার থেকে ও-এফ-সি (Optical Fibre Cable)-তে উন্নত করা হয়েছে। বি-এস-এন-এল-এর সঙ্গে চুক্তির

সাপেক্ষে মাল্টি প্রোটোকল লেবেলড সুইচিং (MPLS) বাস্তবায়িত করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়েছে যা সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ওয়াইড এরিয়া নেটওয়র্কের সুবিধা গ্রাহক ও নাগরিকদের কাছে আরও সহজে পৌঁছে যাবে।

আমাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে, রাজ্য সরকার, প্রত্যেক নাগরিকের জন্য বিশ্বজনীন সংযোগ ব্যবস্থার হেতু - জেলা থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত (জি-পি) স্তর পর্যন্ত, স্টেট স্পেশাল পারপাস ভিকেল (এস-পি-ভি/SPV) এবং ভারত ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক লিমিটেড (বি-বি-এন-এল)-এর যৌথ উদ্যোগে ন্যাশনাল অপটিকাল ফাইবার নেটওয়ার্ক (এন-ও-এফ-এন)-এর অনুমোদন ও প্রয়োগ ঘটিয়েছে। রাজ্য সরকার এর সঙ্গে বিবিএনএল-কে মুক্ত “রাইট অফ ওয়ে” (আর-ও-ডব্লিউ)-এরও অনুমোদন দিয়েছে – যাতে চলতি NOFN-এর প্রথম পর্বের কাজকে তরান্বিত করতে রাজ্যের ২৬২টি ব্লক ও ২৫৫০টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে ব্রডব্যান্ড সংযোগের আওতায় আনা যায়। এই প্রকল্প রূপায়নের দ্বিতীয় পর্বের প্রস্তুতিমূলক কাজ – যেমন, ওভারহেড ও-এফ-সি-র জন্য ডব্লিউ-বি-ই-আই-ডি-সি (WBEIDC) লিমিটেডের দ্বারা বৈদ্যুতিক খুঁটির জি-আই-এস সার্ভে ইত্যাদি কাজ শুরু হয়েছে। ভারত সরকারের টেলিকমিউনিকেশন বিভাগের খসড়া “ইন্ডিয়ান টেলিগ্রাফ রাইট অফ ওয়ে রুলস ২০১৬”-এর উপরে রাজ্য সরকার তার সুবিবেচিত মন্তব্য জানিয়েছে এবং পরবর্তিকালে এই বিধিটি ভারত সরকারের টেলিকমিউনিকেশন বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০১৭-১৮ বর্ষে একটি রাজ্য-ভিত্তিক ডিজিটাল ডিপোজিটরি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করার পরিকল্পনাও গ্রহণ করেছে, যেখানে সরকারি বিভাগগুলির সঙ্গে সঙ্গে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিও বিদ্যালয় পরিত্যাগ শংসাপত্র, মেডিকেল শংসাপত্র,

কলেজ ডিগ্রি, শিক্ষাগত পুরস্কার, মার্কশিট, লাইসেন্স এবং এই ধরনের অন্যান্য নথির মত নাগরিকদের ডিজিটালি সাক্ষরিত নথিকে সংরক্ষিত রাখতে সক্ষম হবে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হল, নথি এবং শংসাপত্রগুলির কাগজহীন পথে প্রদান ও প্রতিপাদনের জন্য একটি মঞ্চ তৈরি করা – যাতে কাগজের ব্যবহার কমানো যায়।

পরিশেষে, আমি এই মহান সভাকে জানাতে চাইব যে, রাজ্য সরকার, আই-সি-টি-র সুবিধা – যেমন; নিয়োগ সংক্রান্ত সুযোগ, আর্থ-সামাজিক প্রগতি, সু-শাসন ব্যবস্থা এবং সরকারি পরিষেবা - সহজ ও সাশ্রয়ী পথে রাজ্যের সমস্ত মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে এবং এই উদ্দেশ্যে সমস্ত সম্ভাব্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে বদ্ধ-পরিকর।

এই সঙ্গে, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের কাছে, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে রাজ্যের তথ্য-প্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন ক্ষেত্রে যথাযথ বিকাশের নিরিখে প্রস্তাবিত ব্যয়বরাদ্দ অনুমোদনের জন্য আমি আবেদন জানাচ্ছি।